গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	১৯ জুন ২০২২, দুপুর ০১.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন মাননীয় মন্ত্রী সকলকে সাথে নিয়ে, নিয়মিত সভা করে এবং নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০২০ এবং ২০২১ সালে একই ধারা অনুসরণ করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ২০২২ সালের প্রারম্ভে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে ১ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এরইমধ্যে বর্ষা মৌসুম শুরু হয়ে গেছে এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এপর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সকলে অবগত রয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু সমস্যা নিরসনকল্পে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে এ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতার সাথে ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে সমসাময়িক দেশগুলোর তুলনায় আমাদের অবস্থান ভালো রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহ সচেতন রয়েছে। মশকের বংশবিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, মশক নিধনের জন্য ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত ফগিং, লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড স্প্রে করা এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা তৈরি করার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এপর্যায়ে তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে

বলেন এবং সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার পক্ষ হতে তাদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করার জন্য আহ্বান জানান।

১.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) ১ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

১.৪ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা, নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এপর্যায়ে তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১০৫০ জন জনবল ৭৫ টি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২২ সালে এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য লার্ভিসাইড ১০,৫০০ লিটার এবং এ্যাডাল্টিসাইড (ডেল্টামেথ্রিন) ১,৯৫,০০০ লিটার ও এ্যাডাল্টিসাইড (ম্যালাথিয়ন) ৩,৭০,০০০ লিটার মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় মেয়র আরোও বলেন, মশক নিয়ন্ত্রণে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০২২ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আঞ্চলিক পর্যায়ে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞ দ্বারা অঞ্চল ভিত্তিতে মশক কর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইমামদের মাধ্যমে এ বিষয়ে বার্তা দেয়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী ১৩ জন মশক কর্মী দিয়ে সকালে ও বিকেলে কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে চিরুনি অভিযান পরিচালনা হয়েছে। মশক নিধন কার্যক্রম হিসেবে প্রতি অঞ্চলে ১ জন করে মোট ১০ জন নির্বাহী মাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার কার্যক্রম ১৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে। বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাক মৌসুমের তথ্য অনুযায়ী যেসকল এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল এলাকায় ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত রোগীর বাড়িতে বিশেষ চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র বলেন, রাজধানীতে যেসকল জায়গায় ছাদবাগান রয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না ফলে সেখানে টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে, এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি আবাসন নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত রোগীর বাসস্থানের সঠিক ঠিকানা সরবরাহের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১.৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যেসকল স্থানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেসকল স্থানে মশকের উৎসস্থল ধ্বংস এবং মশক নিধনে সমন্বিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ড ভিত্তিক সাবজোন তৈরী করে সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক জনবল সম্পৃক্ত করে নিয়মিত এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জনসচেতনতা তৈরী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কিছু এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে মশকের উৎসস্থল সনাক্ত করা হচ্ছে এবং মশকের উৎসস্থল ধ্বংস করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মেয়র বলেন, এডিস মশার উৎসস্থল হিসেবে জনগণকে নিজে থেকে আরোও বেশি সচেতন হতে হবে এবং রাজধানীতে যেসকল জায়গায় ছাদবাগান রয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না ফলে সেখানে টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য এবং ডেঙ্গু মৌসুমে এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য বেশি সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি নিয়মিত মশকের উৎসস্থল পরীক্ষা ও লার্ভা ধ্বংসের জন্য অধিক সংখ্যক কীটতত্ত্ববিদ নিয়োগের অনুরোধ জানান। মাননীয় মেয়র বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহে এডিস মশা নিধনে আরোও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে আহবান জানান।

১.৬ মাননীয় মেয়র, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত চট্রগ্রাম মহানগরীতে চলমান খাল খনন প্রকল্প এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু নিধনে পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিরসনকল্পে চট্রগ্রাম মহানগরীকে ৬ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১.৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নির্দেশনা ও সফল নেতৃত্বে সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগীতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মশক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে হবে এবং এসকল এলাকাগুলো সর্বদা মনিটরিং করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, সরকারি আবাসনসমূহ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সর্বোপরি মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোকে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

১.৮ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে তাদের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে জোনভিত্তিক ০৮টি টীম ডেঙ্গু পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। তিনি বলেন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরে মশকের বংশবিস্তার রোধকল্পে সকল কলোনীর ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে, প্রতিটি ভবনের ছাদে এবং আশেপাশে জমে থাকা পানি অপসারণ করা হয়েছে, ফগার মেশিনের সাহায্যে মশা নিধনের ওষুধ ছিটানো হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এ ব্যাপারে তাদের সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরবর্তীতে তারা সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১.৯ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এডিস মশার মৌসুম জরীপ সম্পন্ন হয়েছে। জরীপে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ এডিস মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশন হতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, চিরুণী অভিযানে অংশগ্রহণ করছে যার ফলে এডিস মশা নিধনে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

১.১০ যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রী'র নির্দেশনা অনুযায়ী হাসপাতালসমূহে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হওয়া মাত্রই সে তথ্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে জানানো হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মাননীয় মন্ত্রী'র নির্দেশনা অনুযায়ী ডেঙ্গু নিধনে তাদের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১.১১ চেয়ারম্যান রাজউক সভাকে বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রী'র নির্দেশনা অনুযায়ী ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নির্মাণাধীন ভবনে জমা পানিতে যেন এডিস মশা না জন্মায় তা নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

১.১২ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাভূক্ত আবাসিক এলাকাসমূহে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১.১৩ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। পরবর্তীতে তিনি সিটি কর্পোরেশনসমূহকে তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে

নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রদান করতে হবে। এছাড়া যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবে পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মশক নিয়ন্ত্রণে স্ব স্ব উদ্যোগে তাদের দায়িত্ব পালন করবে অথবা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। অন্যথায় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ সিটি কর্পোরেশনে তাদের দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

সভায় সকলের বক্তব্য পর্যালোচনা করে সভাপতি নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করেন:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	সিটি কর্পোরেশনসমূহে মশকনিধন কাজে ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।
০২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রদান করতে হবে।	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৩	জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করতে হবে। **গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।** গণমাধ্যমে TVC প্রচারসহ অন্যান্য প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৪	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্তাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনায় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় রাখবে এবং প্রয়োজনে সহযোগীতা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ তাদের গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগে প্রেরণ করবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ৪।ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
০৫	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে অথবা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সভা করার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লিখিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগ প্রেরণ করবে।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
০৬	রাজধানীতে যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবের পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

০৭	রাজধানীতে মেট্রোরেল প্রকল্পসহ চলমান অন্যান্য এলাকা যেন এডিস মশার প্রজনন কেন্দ্রে পরিনত না হয় এ বিষয়ে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৮	(ক) বাসা-বাড়িতে লার্ভা জন্মানোর উপযোগী স্থানে বাসিন্দাগণ কর্তৃক স্ব উদ্যোগে কীটনাশক প্রয়োগ করার মাধ্যমে মশক নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে; (খ) অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ জনগণ ও পরিবেশের জন্য যাতে ক্ষতিকর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২। কৃষি মন্ত্রণালয়, ৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
০৯	ইচ্ছাকৃতভাবে এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।
১০	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনসমূহের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কীটতত্ত্ববিদ পদায়ন করতে হবে।	১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২।ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-৩০/০৬/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-১৩৬ (১/১০০)

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৯ / ০৪ জুলাই ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে এ বাংলা নগর, ঢাকা।

১৬. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
২১. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৩১. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩২. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
৩৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪২. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৩. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৪. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৭. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৮. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৯. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬২. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৬৩. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৬. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৬৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬৮. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৬৯. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৭৭. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৭৮. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৭৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ..... (সকল)।
৮০. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮১. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৮২. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৮৩. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৪. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ (সকল)।
৮৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ .....(সকল)।
৮৬. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৮৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৮. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪.০৭.২০২২

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd